বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
স্বাধীনতা ভবন
৮৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
প্রশাসন বিভাগ
(www.bffwt.gov.bd)

বিষয়ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	:	জনাব এস এম মাহবুবুর রহমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
সভার তারিখ	:	১০/০৩/২০২২ খ্রিঃ
সভার সময়	:	বেলা ১২.০০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	সভাকক্ষ, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট "ক"

সভার প্রারম্ভে সভাপতি সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে আয়োজিত সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সভার আলোচ্যসূচি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপনের জন্য সচিব ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট-কে আলোচ্যসুচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করার অনুরোধ জানান। সচিব ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান। বিগত সভার কার্যবিবরণীতে কোনরূপ সংশোধন বা সংযোজন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর সভার অন্যান্য আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নরূপ আলোচনা ও সদ্ধান্ত গৃহিত হয়:

০১। ট্রাস্টের সচিব (উপসচিব) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতি প্রান্তিকে একটি করে মোট ০৪ (চার) টি সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা আয়োজন করার নির্দেশনা রয়েছে। তার অংশ হিসেবে আজকের এই সভার আয়োজন। তিনি বলেন, দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে প্রান্তিক জনসাধারণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিয়ে তাদের জীবনমান উন্নত করার নিমিত্ত বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থার মাধ্যমে নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। তিনি আরও বলেন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা-২০২১-২০২২ মোতাবেক সিটিজেন চার্টার ও উত্তম চর্চা বাস্তবায়নে অংশীজনের অংশগ্রহণে আয়োজিত এ সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

০২। অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান জনাব খোকন শরীফ জয় বলেন, ২০১৯-২০ সালের কল্যাণ ট্রাস্ট আর ২০২১-২২ সালের কল্যাণ ট্রাস্ট এক নয়। বর্তমান আমুল পরিবর্তন হয়েছে। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে কল্যাণ ট্রাস্ট প্রত্যাশার চেয়ে অধিক সেবা প্রদান করছে। এজন্য তিনি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

০৩। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) বলেন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার পটভূমি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য ও দায়িত্ব হলো নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, সততা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নই রাষ্ট্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সুশাসনের ০৫টি জবাবহদিহিমূলক উপকরণ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, তথ্য অধিকার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটেজেন চার্টার), ই-গভর্নেন্স ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) বাস্তবায়নে কল্যাণ ট্রাস্ট কাজ করে যাচ্ছে।

চলমান পাতা-০২

০৪। ট্রাস্টের সচিব (উপসচিব) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা পুনরায় বলেন, জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা, ই-গভর্নেন্স ও বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) ও তথ্য অধিকার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আবশ্যিক কৌশলগত উপাদান। এর সঠিক বাস্তবায়ন বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর লক্ষ্য অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ কারণে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এপিএ লক্ষ্য অর্জনে উক্ত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই।

০৫। <u>অত:পর বিস্তারিত আলোচনান্ত নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:</u>

(ক) সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনদেরকে (Stakeholders) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল সেবার কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;

০২। পরিশেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা (জিআরএস), সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) ২০২১-২০২২ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করে এবং সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(এস এম মাহবুবুর রহমান)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ও
সভাপতি, শুদ্ধাচার নৈতিকতা কমিটি

স্মারক নম্বর-৪৮.০১.০০০০.১০২.৩১.০০৪.২১.৩৭৭

তারিখ: ০১ চৈত্র ১৪২৮
১৫ মার্চ ২০২২

<u>অনুলিপি সদয় অবগতি/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):</u>

(০১) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট।
(০২) জনাব ছালেহ আহমেদ, উপ-প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
(০৩) জনাব আবুল কালাম আজাদ, ব্যবস্থাপক (কল্যাণ), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
(০৩) জনাব মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম, সহকারী প্রধান প্রকৌশলী (সিভিল), প্রকৌশল শাখা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
(০৪) জনাব ফয়েজ আহমেদ খান, বেসিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
(০৫) জনাব শেখ গোলাম সরোয়ার, সহকারী প্রোগ্রার (আইসিটি) ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট, এনআইএস, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট (এ ট্রাস্টের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো)
(০৯) জনাব ....

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:

০১। যুগ্মসচিব (সনদ, গেজেট ও প্রত্যয়ন) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা (NIS), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০২। পরিচালক (শিল্প ও বাণিজ্য/অর্থ/কল্যাণ)/সচিব, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা।
০৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট (ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
০৪। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।